সিডনীর অলিম্পিক-বৈশাখী মেলা - ২০১০

[মেলার ছবি সংযোজন করা হলো] কর্ণফুলী রিপোর্ট

বছরের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য দিনটির জন্যে অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাভাষীরা ৩৬৪ দিন অপেক্ষায় থাকেন। আর সেই দিনটি ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দিপনার মাঝে উদযাপিত হয়ে গেল গতকাল শনিবার ১৭ এপ্রিল। সারা অষ্ট্রেলিয়াতে এই দিনটিকে বলা হয় 'অলিম্পিক-বৈশাখী মেলা'। এবারের মেলায় আয়োজকদের ঘোষনা অনুযায়ী প্রায় ১৮ হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল। তীর্থযাত্রীর মত অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের দুর দুরান্ত থেকে ছুটে এসেছিল হাজার-হাজার বঙ্গভাষী (পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ) প্রবাসীরা। বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল এর উদ্যোগে আয়োজিত প্রথমবারের এই বৈশাখী মেলাটি ছিল স্মরণীয়। তার আগে বঙ্গবন্ধু পরিষদ নামে অন্য আরেকটি সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে সিডনীর অলিম্পিক ময়দানে বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে বৈশাখী মেলার আয়োজন করতো। বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলের মত কোন বাংলাদেশী একটি সংগঠন অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশীদের ইতিহাসে এবারই প্রথম মেলা উদযাপন করে বিপুল পরিমান অর্থ উপার্জন করেছেন। দর্শনার্থিদের প্রবেশমুল্য, দোকান ভাড়া, বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন দেশী কোম্পানীর স্পন্সর, উঠতি এবং উচ্চাকাঙ্খী শিল্পীদের কাছ থেকে [মঞ্চে ওঠার সুযোগ পেতে] গান গাওয়ার জন্যে ডোনেশন, পার্কিং কমিশন এবং বহুজাতিক মন্ত্রনালয় থেকে সরকারী অনুদান সহ সর্বক্ষেত্রে গর্ব করার মত উপার্জন করেছে এবারের বৈশাখী মেলার আয়োজক কমিটি। সকল খরচ-পাতি বাদ দেয়ার পরেও উক্ত মেলা'র মাধ্যমে আয়োজকবৃন্দের তহবিলে আয়কর-পূর্ব (বিফোর ট্যাক্স) মোট একলক্ষ ছত্রিশ হাজার ডলার জমা হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশীরা বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলের প্রথম নিবেদনে এই 'বাম্পার হিট' উপার্জন শুনে আনন্দিত হয়েছেন। আশির্বাদ ও কামনা করছেন ভবিষ্যতে যেন তারা আরো সুন্দর ও ব্যাপকভাবে বৈশাখী মেলাটিকে উপস্থাপন করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং প্রবাসী সংগঠনের অর্থনৈতিক ভিতকে মজবুত করেন।

মেলার ভীড়ে আপনজনকে খুঁজে নিতে এখানে টোকা মারুন

মেলার আনন্দে উৎফুল্ল দুই বঙ্গ-ললনা হৃদয়েতো বটেই, কপোলেও ধারণ করছে স্বদেশী পতকার প্রতীক